দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কওমী শিক্ষার মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে যুগোপযোগী একটি সিলেবাস প্রণীত হতে পারে

গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞ অভিমত

স্টাফ রিপোর্টার

কওমী শিক্ষার মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে সমাজের ও যুগের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখার স্বার্থেই কওমী শিক্ষা ধারার সিলেবাস প্রণীত হতে পারে। কারণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে যেমন অর্জন উপযোগী চূড়ান্ত যোগ্যতা নির্ণীত হয় তেমনি সমাজের চাহিদা এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। বাংলাদেশ কওমী

পৃঃ ১২ কঃ ২

কওমী শিক্ষার মৌলিক বিষয়

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসা সংহতি পরিষদের উদ্যোগে গতকাল বিকেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত 'কওমী মাদ্রাসার সিলেবাস ও কে কি ভাবছেন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিজ্ঞজন এ অভিমত পোষণ করেছেন। গোলটেবিল বৈঠকে তারা বলেন, সকল শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা শিক্ষা জরুরী। নৈতিকতা শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আর নৈতিকতা শিক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা সন্নিবেশন জরুরী। গোলটেবিল বৈঠকে কওমী সংহতি পরিষদের সভাপতি আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ কী নোট পেপার উপস্থাপন করেন। বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আতাউরজ্জামান, দৈ: নিউনেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, দৈ: ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক শাহীন রেজা নূর, ঢাবি'র আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. আবুবকর সিদ্দিক, দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নদভী, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা মোছাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানী, কওমী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ আলী, ঢাবির এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গোলাম রব্বানী, হযরত মাওলানা মনসুরুল হক, হযরত মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, প্রিন্সিপাল মাওলানা ইমাহিয়া মাহমুদ।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, নৈতিক মানবিক গুণাবলী অর্জনে ধর্মীয় শিক্ষাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই ধর্মকে যখন নির্বাসন দেয়া অসম্ভব তখন সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টিকে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়ে আসার আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, কওমী মাদরাসাসমূহ গড়ে উঠেছে মূলত পরকালীন সাফল্য এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে ইসলাম বিষয়ে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, বিজ্ঞানে দৃঢ়সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তৈরীর উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ সিলেবাস প্রণয়নে এই বিষয়টি অবশ্যই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। আর তাই কওমী মাদ্রাসাসমূহে শুরু থেকেই তার সিলেবাসে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই বিষয়ের প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।

সহযোগী বিষয়সমূহ যেমন পূর্বের গ্রীক বিজ্ঞান সম্বলিত মানতিক ফালসাফার স্থলে আধুনিক বিজ্ঞানের জরুরী পাঠ এবং ফার্সি যেখানে ছিল সেখানে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর সংযোজন অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। কুরআন, হাদীসসহ মূল বিষয়গুলো আরবী ভাষায় হওয়ার এর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। তেমনি নবী-রাসূলগণ স্ব-স্ব মাতৃভাষা গ্রহণ করে প্রেরিত হয়েছেন কুরআনের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে মাতৃভাষার চর্চায় উদাসীনতা প্রদর্শন সঠিক নয়। আমাদের দেশের বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে এই বিষয়গুলোর উপস্থিতি আনন্দেরই লক্ষণীয়। ড. আতাউরজ্জামান বলেন, কওমী সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সংযোজনের সুযোগ রাখতে হবে। ড. আবুবকর সিদ্দিক বলেন, সকল শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় হতে হবে। নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই বাংলাদেশকে ডিজিটাল করতে পারবে না।

মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কওমী সিলেবাস হওয়া দরকার। তবে কওমী শিক্ষা ধারার মৌলিক শিক্ষা ঠিক রেখেই তা করতে হবে।